উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

উভয়পক্ষ কে আদালতে অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

অতপর নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ও নথি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বিবাদী-প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় বাদী-প্রার্থীকগণ অত্রাদালতে অপর ২১১/২০১১ নম্বর মোকদ্দমা আনয়ন করেছিলেন। বাদী উক্ত মামলা পরিচালনায় বিজ্ঞ কৌসুলি এডভোকেট জয় গোপাল চৌধুরী এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। উক্ত বিজ্ঞ কৌসুলি তাহার শারিরিক অসুস্থতা হেতু পেশা হতে অবসরে চলে যান। এ দিকে বাদী/প্রার্থীকের নিয়োজিত আইনজীবী অবসরে যাওয়ায় প্রার্থীকগণ মামলা বিষয়ে আর খোঁজ নিতে পারেননি ফলে বিগত ১১/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তদবিরের অভাবে মামলাটি খারিজ হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাদী-প্রার্থী মোকদ্দমাটি তদ্বিরাভাবে খারিজের বিষয় জানতে পারেন। তদ্বির গ্রহণে ব্যর্থতা বাদী-প্রার্থীর অবহেলাজনিত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত অপর ২১১/২০১১ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ১১/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে পূর্বাবস্থায় পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন। উল্লেখ প্রার্থীপক্ষ ৪৬১ দিন বিলম্বে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অন্যদিকে, প্রার্থীপক্ষের মামলাকে অস্বীকার পূর্বক ১-৪ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই বাদী/প্রার্থীকপক্ষ মূল মামলার নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব দখলহীন ব্যাক্তি হয়। তারা মূল মামলার সমন নোটিশ পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছিল। কিন্তু মূল মামলায় সুবিধা করতে পারবে না বিধায় পরবর্তীতে মামলায় আর হাজির হননি। যেকারনে বিগত ০৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তদবির গ্রহন ব্যর্থতায় মামলাটি খারিজ হয়। প্রার্থী অত্র মিস মামলা ৪৬১ দিন তামাদি মেয়াদ অতিক্রান্তে দায়ের করেন ১৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে। প্রার্থীপক্ষ তামাদির বিষয়টি দরখাস্তে উল্লেখ করেননি। এমতাবস্থায় প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত তামাদি দ্বারা বারিত বিধায় অত্র মিস মামলা নামঞ্জুরাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অপর ২১১/২০১১ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ০৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ রহিত যোগ্য কি না?
২) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা শ্যামল দে (Pt.W.1)। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা- ধনা দে (Op.W.1)।

শ্যামল দে (Pt.W.1) এবং ধনা দে (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর : ১ অপর ২১১/২০১১ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ০৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদরহিতযোগ্য কি না এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ২ : প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহীত হলো।

Pt.W.1 ও Op.W.1 এর জবানবন্দি ও জেরার বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় , প্রার্থীপক্ষ মূল মামলা খারিজের কারণ হিসেবে ধার্য তারিখে প্রার্থীপক্ষে কৃর্তক নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌসুলি তদবির গ্রহন ব্যর্থতা বিষয়ে বলেছেন। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে তাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌসুলি এডভোকেট জয়গোপাল চৌধুরী তাহার অসুস্থতা হেতু পেশা থেকে অবসরে চলে যান এবং যেকারনে তিনি যথা সময়ে মামলার তদবির গ্রহন করতে পারেননি। নথি দৃষ্টে দেখা যায়, মামলাটি সমন জারি বিষয়ে বাদীপক্ষের তদবির গ্রহণ পর্যায়ে ১১/১১/২০১৯ ইং তারিখে বাদীর তদবিরের অভাবে মূল মামলাটি খারিজ হয়। উক্ত খারিজাদেশের পূর্বে ০৮/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাদীপক্ষ সর্বশেষ হাজিরা দাখিল করেছিলেন। পরবর্তী দুইটি ধার্য তারিখে বাদীপক্ষ প্রয়োজনীয় তদবির গ্রহন না করায় মামলাটি খারিজ হয়। সাক্ষ্য প্রমান দৃস্টে ইহা প্রতীয়মান যে বাদীপক্ষের নিয়োজিত কৌসুলি অসুস্থতা হেতু আদালতে অনিয়মিত ছিলেন এবং বাদীপক্ষ তার প্রয়োজনীয় তদবির নিতে না পারায় মামলাটি ১১/১১/২০১৯ ইং তারিখে খারিজ হয়। যেহেতু খারিজাদেশের পূর্বে বাদীপক্ষ একটি তারিখ পূর্বের তারিখে নিয়মিত হাজির ছিল সেকারনে প্রার্থীপক্ষের মামলা পরিচালনায় অবহেলা বা অনীহা আছে এরুপ ভাবার অবকাশ নেই। যেহেতু প্রার্থীকগন তাদের মামলা পরিচালনা আগ্রহী এবং মামলা পরিচালনায় তাদের অবহেলা দৃশ্যমান নয় সুতরাং প্রার্থীকগনের অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি নমনীয় দৃষ্টে নেওয়া হলে প্রকৃত ন্যায়বিচার হবে মর্মে বিবেচনা করি। দরখাস্ত আনয়নে ৪৬১ দিন বিলম্ব হলেও বিলম্বের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক। যেহেতু মূল মোকদ্দমাটি ঘোষনামূলক এবং ভবিষ্যতে Multiplicity of Suit পরিহার করিবার লক্ষ্যে মূল মোকদ্দমাটি দোতরফাসূত্রে বিচার হইলে উভয়পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক হবে বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় অত্র

মিস মামলা ন্যায় বিচার স্বার্থে মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। উল্লেখ্য যে যেহেতু ১-৪ নং বিবাদীপক্ষ শুরু থেকেই জবাব দাখিল করিয়া নিয়মিত হাজির ছিলেন সুতরাং তারা উপযুক্ত খরচা পাবার অধিকারী হবেন মর্মে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য হয়। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয়দ্বয় বাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১-৪ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা খরচাসহ মঞ্জুর হলো। এতদ্বারা মূল মোকদ্দমায় গত ১১/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে সমন জারি বিষয়ে তদবির গ্রহন পর্যায়ে আগামী ৩০/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিধ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।

অত্রাদেশ বাদী-প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক খরচা বাবদ ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা আগামী ৩০/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বি বিবাদী প্রতিপক্ষ বরাবর পরিশোধ সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা দাখিলের ব্যর্থতায় অত্র মঞ্জুরাদেশ রদরহিত মর্মে গণ্য হবে।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম